মুরতাদ ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

অভিজিৎ রায়ের সেই হিউমার দিয়েই শুরু করছি। কারণ, হিউমারটি লজিক্যালও বটে। কোন এক ভদ্রলোক (মি. X) কোরানের কোন ভার্স কোট করে সম্ভবতঃ দাবি করেছে যে কোরানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথা বলা আছে। অথচ সেই আয়াতে নাকি পৃথিবীর নাম'ই উল্লেখ নেই! তার উত্তরে অভিজিৎ রায় লিখেছেন ‘‘মি. X এই ভার্সের মধ্যে জোর করে পৃথিবীকে গুঁজে দিয়ে পৃথিবী সহ ঘুরাতে চাচ্ছেন!’’

আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা বিষয়টাকে আমি কিছুটা টেবল-টেনিস খেলার সাথে তুলনা করি। অর্থাৎ, কিছুদিন চর্চা না করলেই ব্যালান্স্ নষ্ট হয়ে যায়! ধরা যাক দুই বন্ধু শুন্য থেকে যথাক্রমে আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার চর্চা শুরু করল। যদি তারা তাদের এ চর্চা নিয়মিতভাবে করতে থাকে তাহলে আস্তিক বন্ধু যেমন ধীরে ধীরে পজেটিভ ইনফিনিটির (say) দিকে ধাবিত হবে ঠিক তেমনিভাবে নাস্তিক বন্ধুটিও ধীরে ধীরে নেগেটিভ ইনফিনিটির দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। ব্যতিক্রমও হতে পারে তবে সম্ভাবনা খুবই কম। তাদের কার্ভ দুটি কেমন হবে, অর্থাৎ সরল পথে যাবে নাকি কিছুটা হ্যাপাজার্ট মোশানে যাবে সেটা নির্ভর করবে কে কিভাবে কতটা সময় দিয়ে চর্চা করছে তার উপর। প্রশ্ন হইলো তাদের দু'জনার কার্ভ কি কখনও মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে? উত্তর হবে ‘হ্যাঁ’ যদি পুরো সিস্টেমটাকে একটি ক্লোজড্ লুপের সাথে তুলনা করা হয়। অন্যথায়, অর্থাৎ ওপেন লুপের ক্ষেত্রে, উত্তর হবে ‘না’।

এ দু'য়ের মাঝে পড়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের অবস্থা হয়েছে ট্র্যাপে পরা ইঁদুরের মত! না পারছি যেতে এদিকে না পারছি ওদিকে! সরল দোলকের মত শুধু শুধু মনের সুখে দোল খাচ্ছি! একবার এপাশ আরেকবার ওপাশ আবার কখনও বা মাঝামাঝি! ক্রিয়েটর আছে কি নেই এর শুধুমাত্র দুটি সম্ভাব্য উত্তর হবে ঃ ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’, ‘জেরো’ অথবা ‘ওয়ান’। মাঝামাঝি কোন উত্তর হতেই পারে না। ৫০% ক্রিয়েটর আছে? অথবা ৫০% ক্রিয়েটর নেই? এ অসম্ভব!!! তবে স্ট্যাটিসটিক্যাল/প্রবাবিলিটি থিওরী অনুযায়ী যেহেতু ‘জেরো’ এবং ‘ওয়ান’ কোন ইনফরমেশন ক্যারি করে না এবং বিজ্ঞানও যেহেতু ‘জেরো’ এবং ‘ওয়ান’ নিয়ে মাথা ঘামায় না সেহেতু আমার মত একজন সাধারণ মানুষকে ‘জেরো’ এবং ‘ওয়ান’ এর মাঝামাঝিই অবস্থান করতে হচ্ছে!

যেটা বলছিলাম, এই যে দু'জন মানুষ দুটো বিপরীতধর্মী বিষয় নিয়ে আলাদা-আলাদা ভাবে নিজের মত করে চর্চা করছেন এ ব্যাপারে তারা তাদের মতামত একে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করতে পারেন কি না। একে অপরকে হত্যা করতে পারেন কি না। সঠিক এবং সহজ উত্তর হবে, ‘পারেন না’। কেহ জোর করতে গেলে সেটা অবশ্যই অন্যায় হবে। আমার আজকের লেখার একটি বিষয় হইলো কোরান এ বিষয়ে কি বলে। অর্থাৎ, শুধু শুধু নাস্তিকতা চর্চার জন্য বা শুধু শুধু একজন মানুষ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য কোরানে পার্থিব শাস্তির বিধান আছে কি না। যদি থেকে থাকে সেটা যেমন মেনে নেওয়া কষ্টকর ... আবার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কোরানের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াও অন্যায়।

‘কোরান নামের এক ধর্মগ্রন্থ মানুষের হাতে exist করছে এবং বেশ কিছু মানুষ সেই গ্রন্থটা ফলো করছে’ .... এটা বাস্তব, চোখের সামনেই আমরা দেখছি .... এর বেশী কিছু আমি জানি না এবং জানার খুব একটা প্রয়োজনও মনে করিনা। কারণ, এর বেশী কিছু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষেই এই গ্রন্থটা মানুষের

নিজস্ব কথা কি না; যদি 'না' হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে শয়তানের কথা কি না, বা জিন-ভুত-পেত্নির কথা কি না, বা ঘোড়ার ডিমের কথা কি না, বা ক্রিয়েটরের কথা কি না, বা কারোর'ই কথা নয় কি না (বেকুব নাকি!) .... এইসব ব্যাপারগুলো নিয়ে মানুষ কলহ করে মরছে। যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন অন্ততঃ এ কলহের কোন অবসান হবে বলে মনে হয় না। মূলতঃ দুটি গ্রুপ এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কলহ করছে। এখন আমাদের দেখতে হবে বিষয়টা কিভাবে অপটিমাইজ করা যায়, যেহেতু এর কোন শেষ নেই! আমি বরং থার্ড ডাইমেনশনে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করছি, অর্থাৎ 'জেরো' এবং 'ওয়ান' এর বাহিরে! ইতোমধ্যে কেহ কেহ বেহুদা মার্কা কিছু কমেন্ট করে ফেলেছে। বাট হু কেয়ারস! কারো খাই না পরি? তবে বাধ্য হলে উচিৎ জবাব দেব। যাহোক, এই কলহের মধ্যে বরং না জড়ায়ে আমি রিয়্যালিসটিক পয়েন্ট অব্ ভিউ থেকে এটুকুই ধরে নিচ্ছি যে '*আর দশটা ধর্মগ্রন্থের মত কোরান নামের এক ধর্মগ্রন্থ মানুষের হাতে আছে এবং বেশ কিছু মানুষ সেই গ্রন্থটা ফলো করছে*' .... এটাই বাস্তব। আমি এই বাস্তবতা নিয়েই কথা বলতে বেশী আগ্রহী।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ যদি 'শান্তি' হয়, তাহলে 'ইসলাম ধর্ম' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'শান্তির ধর্ম' হবে। এই সিম্পল ডেফিনিশন অনুযায়ী আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী, মাওলানা মওদুদী, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাইদী, ফজলুল হক আমিনী, আটরশী, গোলাম আযম, মাওলানা আজিজুল হক, শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান ('বাংলা ভাই'), বিন লাদেন, মোল্লা ওমর, অল্ টেররিস্ট, অল্ সুইসাইড বোম্বার, অল্ ঘুষখোর, অল্ ইভিল পলিটিশিয়ান, অল্ ধর্মব্যবসায়ী, ..., এরা সব্বায় সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী। ইসলাম ধর্মের ব্যাসিক ডেফিনিশন অনুযায়ী এরা কিভাবে মুসলিম হয়??? কেহ কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?

প্রসঙ্গে আসা যাক ...

এ্যডালটারারদের শাস্তি

24.2: The woman and the man guilty of adultery or fornication,- **flog each of them with a hundred stripes**: Let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.

দয়া করে কেহ সেই মি. X এর মত ১৪০০ বছর আগের ছাগলের পেট থেকে ভার্স বের করে নিয়ে এসে বর্তমান কোরানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন না! তবে কেহ যদি সত্যি সত্যি সেই ক্ষুধার্ত ছাগলটার পেট চিড়ে ভার্সগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে, কি বলেন। আবারো বলছি, দয়া করে কেহ ভার্সের মধ্যে জোর পূর্বক পাথর ঢুকিয়ে দিয়ে এ্যডালটারারদের পাথর মেরে হত্যা করবেন না! এ্যডালটারাররা সমাজের চোখে অপরাধী, তাদের শাস্তি হওয়া দরকার, এবং মানুষের তাদের চিনে রাখা দরকার। কেমন শাস্তি হওয়া উচিৎ? সেটা রিলেটিভ ব্যাপার হতে পারে। কোরানে এ্যডালটারারদের ১০০-টি চাবুক মারার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চাবুকটা কেমন হবে বা কত জোরে মারতে হবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু ইঙ্গিত নেই। এখন যদি জনাব আকাশ মালিক, আবিদ, বা অভিজিতের মত হৃদয়বান ব্যক্তিদের হাতে চাবুক তুলে দিয়ে এ্যডালটারারদের শাস্তি দিতে বলা হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওনারা 'সিম্বলিক' একটি শাস্তি দেবেন মাত্র। হত্যার তো প্রশ্নই আসেনা, যেহেতু কোরানে বলা নেই, ওনারা হয়তো ফিজিক্যাল কোন ক্ষতিও করবেন না। অর্থাৎ, বিষয়টা একদমই ওপেন রাখা হয়েছে। তবে আমার হাতে চাবুক তুলে দিলে কিন্তু খবর আছে! হা হা!

এই যখন অবস্থা, তখন কিছু লোক ছাগলের ভার্স খাওয়ার এক কাহিনী ফেঁদে (হাদিস) এ্যডালটারারদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার যে বিধান দিয়েছে তাদের কি হবে? তবে হ্যাঁ, এই শাস্তির বিধানটি যদি কোরান থেকে বেশী মানবিক হইতো সেক্ষেত্রে আমি অন্ততঃ মেনে নিতাম। কিন্তু তা তো নয়ই বরং চরম অমানবিক এক বিধান, একেবারে মৃত্যুদন্ড! কোরান থেকে অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড এক বিধান যেখানে একজন অপরাধীকে বেঁচে থাকার কোন সুযোগ'ই দেওয়া হচ্ছে না!

কোরানে যেহেতু হাদিসের চেয়ে অনেক বেশী মানবিক একটি বিধান দেওয়া আছে সেখানে কোরান ছেরে হাদিস থেকে বিধান ইমপ্লিমেন্ট করা ইভিল এ্যাক্ট ছারা অন্য কিছু কি?

মুরতাদদের 'পার্থিব' মৃত্যুদন্ড

এই বিষয়ে এ পর্যন্ত মোট তিনটি ফিডব্যাক পেয়েছি। প্রথম ফিডব্যাক দিয়েছেন জনাব অভিজিৎ রায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফিডব্যাক এসেছে যথাক্রমে জনাব আবুল কাশেম ও জনাব কামরান মির্জা থেকে। তবে আবুল কাশেম ও কামরান মির্জা মূলতঃ অভিজিৎ রায়ের ভার্সই কোট করেছেন। ওনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এরকম তিনজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন বিষয়টির উপর ভার্স কোট করেছেন তখন মোটামুটি নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে সেই ভার্সগুলোর চেয়ে বেশী শাস্তি দিয়ে মুরতাদের উপর কোন ভার্স নেই। ওনারা মূলতঃ এই ভার্সগুলি (2:217, 9:74, 9:12, 33.15-16, 60-61, 4:89) কোট করেছেন মুরতাদের 'পার্থিব' শাস্তির উপর।

পাঠক, নীচের লিঙ্ক থেকে তাদের ফিডব্যাক পড়ে নিতে পারেন।

http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/30468
http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/30524

ভার্স 2:217

2.217: They ask thee concerning fighting in the Prohibited Month. Say: "Fighting therein is a grave (offence); but graver is it in the sight of Allah to prevent access to the path of Allah, to deny Him, to prevent access to the Sacred Mosque, and drive out its members." Tumult and oppression are worse than slaughter. Nor will they cease fighting you until they turn you back from your faith if they can. And if any of you Turn back from their faith and die in unbelief, **their works will bear no fruit in this life and in the Hereafter**; they will be companions of the Fire and will abide therein.

পাঠক, বুঝতেই পারছেন মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। মুরতাদদের পার্থিব মৃত্যুদন্ড তো দূরে থাক কোন রকম পার্থিব শাস্তির কথাও উল্লেখ নেই।

ভার্স 9:12, 74

9.12: But **if they violate their oaths after their covenant, and taunt you for your Faith**,- fight ye the chiefs of Unfaith: for their oaths are nothing to them: that thus they may be restrained.

9.74: They swear by Allah that they said nothing (evil), but indeed they uttered blasphemy, and they did it after accepting Islam; and they meditated a plot which they were unable to carry out: this revenge of theirs was (their) only return for the bounty with which Allah and His Messenger had enriched them! If they repent, it will be best for them; but if they turn back (to their evil ways), **Allah will punish them** with a grievous penalty in this life and in the Hereafter: They shall have none on earth to protect or help them.

9:74 থেকে খুবই পরিস্কার যে আল্লাহ নিজেই শাস্তির দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কেহ আল্লাহর সাথে আর্গু করতে পারেন। তবে মানুষকে কোনভাবেই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। একদমই না। 9:12 এর ক্ষেত্রে তার আগের কিছু ভার্স পড়ে নিতে হবে। তবে উপরের দুটোর যে কোন ভার্সেই শুধু শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য কাউকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর হত্যার কথা তো বলাই নেই। প্রশ্নই ওঠেনা। ভার্স 9:12 ভালোকরে পড়ে দেখুন আসলে কি বলা আছে।

ভার্স 33.15-16, 60-61

33.15: And yet they had already covenanted with Allah not to turn their backs, and a covenant with Allah must (surely) be answered for.

33.16: Say: "Running away will not profit you if ye are running away from death or slaughter; and even if (ye do escape), no more than a brief (respite) will ye be allowed to enjoy!"

33.17: Say: "Who is it that can screen you from Allah if it be **His wish to give you punishment** or to give you Mercy?" Nor will they find for themselves, besides Allah, any protector or helper.

33.60: Truly, **if the Hypocrites**, and those in whose hearts is a disease, and those who stir up sedition in the City, **desist not**, We shall certainly stir thee up against them: Then will they not be able to stay in it as thy neighbours for any length of time:

33.61: They shall have a curse on them: whenever they are found, **they shall be seized and slain** (without mercy).

এই ভার্সগুলো থেকেও বোঝা যায় যে শুধু শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য কাউকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এই ভার্সগুলো কিছুটা কন্ডিশনাল মনে হচ্ছে, যেমন 'If they do this and that then you also do something.' তাছারাও শাস্তির দায়িত্বটা মনে হচ্ছে আল্লাহর হাতেই।

শেষ ভার্স 4.89

4.88: Why should ye be divided into two parties about the Hypocrites? Allah hath upset them for their (evil) deeds. Would ye guide those whom Allah hath thrown out of the Way? For those whom Allah hath thrown out of the Way, never shalt thou find the Way.

4.89: **They but wish that ye should reject Faith**, as they do, and thus be on the same footing (as they): But take not friends from their ranks until they flee in the way of Allah (From what is forbidden). **But if they turn renegades (enmity)**, seize them and slay them wherever ye find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks;-

4.90: Except those who join a group between whom and you there is a treaty (of peace), or those who approach you with hearts restraining them from fighting you as well as fighting their own people. If Allah had pleased, He could have given them power over you, and they would have fought you: **Therefore if they withdraw from you but fight you not**, and (instead) send you (Guarantees of) peace, then Allah Hath opened no way for you (to war against them).

ভার্স 4.88 কে কিছুটা তুলনা করা যায় বুশের সাথে সাদ্দাম হোসেন ও বিন লাদেনের আল-কায়েদা বাহিনীর সখ্যতার সময়কালকে।

ভার্স 4.89 এ প্রথমে বলা হচ্ছে '**They but wish that ye should reject Faith**' তারপর বলা হচ্ছে '**But if they turn renegades (enmity), seize them and slay them wherever ye find them**'। এই ভার্সটাকে তুলনা করা যায় বুশের সাথে সাদ্দাম হোসেন ও আল-কায়েদা বাহিনীর বর্তমান 'ওয়ার স্টেট'কে'। তার মানে এই নয় যে বুশ বাহিনী যেখানেই মুসলিমদের দেখছে সেখানেই হত্যা করছে। তারা শুধু আল-কায়েদা বাহিনীর জিহাদীদেরই হত্যা করছে। আবার আল-কায়েদা বাহিনীও যেখানেই নন-বিলিভারদের পাচ্ছে সেখানেই তাদের হত্যা করছে, তাও নয়। তারা শুধু বুশের বাহিনীদেরকেই হত্যা করছে। এর মাঝে অনেক সিভিলিয়ানও মারা পরছে নিশ্চয়!

4.90 তে বলা হচ্ছে '**Therefore if they withdraw from you but fight you not, and send you peace.**' এই ভার্স'টার ইমপ্লিমেনটেশনের জন্য পৃথিবীবাসী গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ, পৃথিবীবাসী বুশ ও আল-কায়েদার মধ্যে রক্তের হোলি খেলা আর দেখতে চায় না।

পাঠক, এখন ভার্স তিনটি একত্রে আবার পড়ে নিন, দেখবেন এখানে কোনভাবেই 'নর্মাল স্টেট' বা সাধারণ মুরতাদের কথা বলা হচ্ছে না।

আমার পয়েন্টা ছিলো এরকমঃ একজন মানুষ ডিক্লেয়ার দিল যে সে আর ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেনা (মুরতাদ) বা ইসলাম ধর্মের কোন কিছুই ফলো করে না, তারপর সে নিজের মত করে জীবন যাপন করা শুরু করল। এই নর্মাল স্টেটে, অর্থাৎ শুধু শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য কোরানে কোন মৃত্যুদন্ডের বিধান বা নিদেন পক্ষে কোন শাস্তির বিধান আছে কি না।

উপরের ভার্সগুলো থেকে ১০০% নিশ্চিৎ হওয়া যায় যে 'শুধু শুধু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য' নর্মাল স্টেটে কাউকে মৃত্যুদন্ড তো দূরে থাক কোন রকম পার্থিব শাস্তির বিধানই নেই।

এখন যদি কেহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর চেস্টা করে অন্যান্যদেরকেও ধর্ম ত্যাগ করতে, ধীরে ধীরে শত্রুতা শুরু করে দেয়, সেক্ষেত্রে কোরানের বিধান নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উপরোক্ত ভার্সগুলোতে এরকম কিছু 'এ্যাবনর্মাল স্টেটের' কথাই বলছে।

কোন ভার্সেই বলা হয়নি যে 'একজন ধর্ম ত্যাগ করলেই তাকে হত্যা কর', যেটা হাদিসে স্পষ্ট করে বলা আছে। এখন প্রশ্ন হইলো মানুষ কোন আইন গ্রহণ করবে, কোরানের আইন নাকি হাদিসের আইন?

আবুল কাশেম লিখেছেনঃ "I would like Raihan to prove that those scholars (I mentioned in connection with verse 4:89) of Islam are wrong. This proof must be done using authentic and universally acceptable impeccable Islamic sources, not from Gandhi, Michael Hart, Bertrand Russel, John Esposito......etc."

কাশেম সাহেব, আমার গত এক লেখাতে দেখিয়েছি যে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে হিন্দু/মুসলিম/খৃষ্টান/বৌদ্ধ মহিলারা যেট্র্যাডিশলান ড্রেস পরিধান করে তার সাথে কোরানের কোনই কনফ্লিক্ট নেই। আরো এক ধাপ এগিয়ে সম্ভবতঃ বলা যায় যে মডার্ণ দেশগুলোতে

মহিলারা যারা কিছুটা ঢিলে-ঢালা ফুলপ্যান্ট এবং শার্ট পরিধান করে তার সাথেও কোরানের কোন কনফ্লিক্ট নেই! অথচ কিছু ইভিল মানুষ ধর্মের নামে নিজেদের মত করে হাদিস/ফেকা সাজিয়ে মুসলিম মহিলাদের তাঁবু পরিয়ে এক্কেবারে অন্দর মহলে বন্দি করে রেখেছে! আর কিছু মুসলিম কাপুরুষ মনে করছে ভালয় তো হয়েছে! এ বিষয়ে মুক্তমনা সাইট থেকে কামরান মির্জা সাহেবের আর্টিকলটি পড়ে নিতে পারেন। তারপর দুটি আর্টিকল কমপেয়ার করে দেখুন কে প্রগ্রেসিভ, কোরান নাকি ঐসব ইভিল এবং 'মডার্ণ' ফুল-মোল্লারা যারা হাদিসের উপর ব্যাসিস করে পর্দার কথা বলে।

(http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/naareer_poshak050206.pdf)

আপনি যেসব স্কলারদের কথা বলেছেন তাদের সাথে ডিবেট করা এখন আর সম্ভব নয়। তাছারা আমি নিজেও স্কলার নই। স্কলারদের সাথে ডিবেট করার প্রয়োজনও নেই। কোরান দেখুন, প্লিজ, সেখানে কি লিখা আছে। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করুন 'এই ভার্সগুলো নর্মাল একজন মুরতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কি না'। প্লিজ মনে রাখবেন, আমি কিন্তু বার বার একজন স্বাভাবিক মুরতাদের কথা বলছি।

এখন যদি কেহ সেই মি. X এর মত জোর করে কোরানের মধ্যে কিছু গুঁজে দিতে চায় সেক্ষেত্রে আর কি বলার থাকতে পারে!

এর পরও যদি কারো মধ্যে ডাউট থেকে যায়, অর্থাৎ কেহ যদি মনে করে যে 'ইনডাইরেক্টলি কিছু একটা বলা আছে' - সেক্ষেত্রেও তো 'বেনিফিট অব্ ডাউট' ফরমুলা অনুযায়ী মুরতাদের স্বপক্ষেই যাওয়া উচিৎ, নয় কি? বিষয়টি আমি ওপেন রাখছি। জনাব অভিজিৎ রায়, আবুল কাশেম ও কামরান মির্জা মূলতঃ ভার্স 4.89 এর উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। যে কেহ কমেন্ট করতে পারেন।

কিছু ভানুমতির খেলাঃ

- কোরানের সাথে বাইবেলের কোন ঘটনা মিলে গেলেই বলা হচ্ছে যে বাইবেল থেকে কপি করা হয়েছে। ভালো কথা, হতেই পারে। কিন্তু হাদিসের সাথে যখন বাইবেলের কোন ঘটনা মিলে যাচ্ছে তখন বাইবেল থেকে কপির কথা না বলে বরং কাহিনী ফেঁদে উলটোদিকে কোরানের ঘারেই দোষ চাপানো হচ্ছে! যেমন, 'Stoning to death for the adulterer' - পুরোপুরি বাইবেলের সাথে মিলে যাচ্ছে, যেটা কোরানে নেই কিন্তু হাদিসে আছে। অথচ বাইবেল থেকে হাদিস কপি করা হয়েছে না বলে 'ছাগলের দ্বারা ভার্স খাইয়ে দিয়ে এক কাহিনী ফাঁদা হয়েছে'। অথবা, 'Death sentence for the apostate' - যেটা হাদিস থেকে এসেছে এবং বাইবেলের সাথেও মিলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে না যে বাইবেল থেকে হাদিস কপি করা হয়েছে। বরং তন্ন তন্ন করে কোরান খুঁজে কোরানের সাথেই এর লিঙ্ক বের করা হচ্ছে!

- একটা সময় মানুষ যখন বিশ্বাস করত যে প্রফেট মুহাম্মদ ইল্লিটারেট (Ummi) ছিলেন, তখন কিছু লোক ডাউট করে বলতেন যে মুহাম্মদ ইল্লিটারেট ছিলেন না। কিন্তু যখনই আগের গ্রুপের কিছু লোক Ummi শব্দের অর্থ Gentile আবিস্কার করে বলা শুরু করলেন যে প্রফেট মুহাম্মদ আসলে ইল্লিটারেট ছিলেন না, ঠিক তখন থেকেই পরের গ্রুপ আবার ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে গিয়ে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা শুরু করলেন যে প্রফেট মুহাম্মদ ইল্লিটারেট ছিলেন!

- আবার যখন সব্বায় সব হাদিসে বিশ্বাস করত, তখন কিছু লোক হাদিসে ডাউট করতো এবং এসব নিয়ে হাসাহাসিও করতো। যখনই আগের গ্রুপের কিছু লোক হাদিসে ডাউট করা শুরু করেছে তখনই আবার পরের গ্রুপ ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে গিয়ে মনে প্রাণে হাদিসে বিশ্বাস করা শুরু করেছে!

গট্ দ্য পয়েন্ট? এ এক মজার খেল! ভালোয় লাগছে এসব খেলা দেখতে!

জনাব আকাশ মালিক সাহেব ঠিকই ধরেছেন। কোরান এখনও আমার ঠিকমত পড়া হয়নি। তবে আপনি কয়েকটি ভার্স তুলে দিয়ে ঠিক কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা আমার কাছে পরিস্কার নয়। ফলে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছি। আর আপনি শেষে যেটা বলেছেনঃ "*মুহাম্মদ তাওরাত এবং ইঞ্জীল থেকে কোরান কপি করেছেন*" .... জেনারেলাইজড্ একটি কথা। কোন কমেন্ট করতে পারছি না, সরি! হতেও পারে, কে জানে? আগেই বলেছি, বিষয়টা নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাই না। তবে এ বিষয়ে আপনার এবং আবুল কাশেমের এফোর্টকে আমি রেসপেক্ট করি।

হাদিস বিষয়ে আমার পয়েন্ট'টা ক্লিয়ার করে বলি। হাদিসকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেন যুক্তিসঙ্গত নয় তার কিছু কারণ আমার প্রথম প্রবন্ধতে উল্লেখ করেছি। এখানেও প্রমান সহ দেখিয়ে দিলাম। তাছারাও জনাব কামরান মির্জার প্রতিউত্তরগুলোতে কিছু কিছু কারণ বলা আছে। তাহলে হাদিসকে কি প্রশান্ত মহাসাগরে নিক্ষেপ করতে হবে? না, তাও না। হাদিস, বায়োগ্রাফি, ইত্তাদি গ্রন্থগুলোকে শুধুই ইসলামের ইতিহাসের দলিল-প্রমাণ হিসাবে ট্রিট করতে হবে। মানুষ এগুলো নিয়ে স্টাডি করতে পারে ইসলামের ইতিহাস জানার জন্য কিন্তু এগুলোকে ধর্মের অঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আশা করি আমার পয়েন্ট'টা বুঝাতে পেরেছি।

সুস্থ্য এবং সচেতন মানুষদের কাছে আবারো আমার প্রশ্নঃ

স্বয়ং কোরানে যেখানে এ্যাডালটারারদের উপর একটি মানবিক বিধান দেওয়া আছে এবং মুরতাদদের অন্ততঃ সরাসরি হত্যার কথা বলা নেই সেখানে Who are those evil stupid nonsense idiots who impose additional stuffs on the Muslims in the name of Islam? This is indeed insanity, isn't it?

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com